ঘোষক নন, এনাউন্সার

ড. শামস্ রহমান

সম্প্রতি লন্ডনে দেয়া বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য পড়ে বিস্মিত হই। তিনি বলেন - 'জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার ঘোষক'। তারেকের বক্তব্যের ৪৮ ঘন্টা পাড় না হতেই বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ারও একই বক্তব্য- 'জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক'।

স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর, কে স্বাধীনতার ঘোষক আর কে না, এ বিষয়টি কি জাতির জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ? অনেকে ভিন্ন মত পোষন করতে পারেন, তবে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের রাজনীতির সঠিক পরিবেশ সৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক উন্নতিতে এবং সঠিক ইতিহাস রচনায় এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। আর জাতীয় এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। ধরুন রাজনীতি। আমরা প্রায়ই বলি দেশের সার্থে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সমঝোতার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কি কখনো বলি সমঝোতার পথ কি? দুই বৃহৎ দল জাতীয় কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই মেরুতে অবস্থান করে, আর 'স্বাধীনতার ঘোষক' বিষয়টি তার একটি। ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষন ও মূল্যায়নে উভয় দলই সঠিক হতে পারা অসম্ভব। যারা সঠিক নয়, তাদের ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিয়েই রাজনৈতিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হতে হবে। না হওয়ার ফলস্রুতিতে দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। আর দেশের জনগণ দ্বিধাবিভক্ত থাকলে তার নেতিবাচক প্রভাব পরবে দেশের অর্থনীতিতে সেটাই স্বাভাবিক; যা হতে পারে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উভয় ভাবেই। এই বিষ-চক্র (vitious cycle) বোঝার জন্য রকেট সাইয়েন্সের জ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তাই সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সার্থে একটি দলকে ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিতে হবে। এটাই সমঝোতার পথ।

স্বাধীনতার ঘোষক কে, এ বিষয়টি সঠিকার্থে বোঝার জন্যে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসের কিছু নিগুঢ় তথ্যে উপর আলোকপাতের প্রয়োজন অনুভব করছি। আমি দেশ মাতৃকা এবং বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মের কাছে একান্ত দায়বদ্ধতার বোধে, তথ্য ও তত্ত্বের মাঝে বিষয়টি বিশ্লেষনের প্রয়াস নিয়েছি। সঠিকভাবে বিশ্লেষনের প্রয়াসে আমি তিনটি ধারণার অবতারনা করছি এখানে।

এক) বাংলা শব্দ 'ঘোষক'। আর এই 'ঘোষক' শব্দটির অপব্যবহারের মাঝে।
দুই) তথ্যের মাঝে। অর্থাৎ, সত্যতা যাচাইয়ের মাঝে।
তিন) জাতির পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষনা দেওয়ার রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকারের মাঝে।

এই ধারণাগুলির ব্যাখ্যা একে একে তুলে ধরা হলোঃ

'ঘোষক'। সমস্যাটা এই শব্দটি ঘিরে। ইংরেজীতে Announce, Declare এবং Proclaim শব্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য থাকলেও বাংলায় এই তিনটি শব্দের আভিধানিক অর্থ একটাই, আর তা হচ্ছে 'ঘোষনা'। আর যে ঘোষনা দেয়, সে ঘোষক। তা সে Announcerই হোক - যেমন বাংলাদেশ বেতার/টেলিভিশনের ঘোষক ঘোষিকা। অথবা Proclaimerই হোক, যেমন স্বাধীনতার ঘোষক। সেই অর্থে মেজর জিয়াউর রহমান অবশ্যই স্বাধীনতার Announcer। আর তাই সেই একই অর্থে

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নানও স্বাধীনতার Announcer। বলাবাহুল্য, জনাব হান্নানই স্বাধীনতার প্রথম Announcer (বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি, ২০১০এ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরর সাথে সাক্ষাৎকার)। তিনি কোন ভাবেই স্বাধীনতার Proclaimer নন। সেই একই যুক্তিতে জিয়াউর রহমানও স্বাধীনতার Proclaimer নন। তারা দুজনেই স্বাধীনতার Announcer মাত্র।

পূর্বেই বলেছি, যদিও স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর এই আলোচনা বাহুল্য মনে হবে, তবুও স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মের কাছে এই মৌলিক সত্যতার স্বচ্ছতা তুলে ধরতে এবার তথ্যের মাঝে বিষয়টাকে বিচার করা যাক । কে, কখন, কি অবস্থায় স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছে এই বিষয়টির সত্যতা নিরূপনের জন্য স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও যুদ্ধের ঘোষনা দিয়েছেন পৃথক পৃথক ভাবে যা ঐতিহাসিক দলিলে নতিবদ্ধ আছে। এটা করা হয়েছিল কৌশলগত কারণে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনা ছিল pre-recorded । ঘোষনাটি ছিল এমন: ‘This may be my last message, from today Bangladesh is Independent . . . ’। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা ঘোষনা। এই ঘোষনাটি বাজানো হয় ২৫শে মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে ঢাকার বলদা গার্ডেন থেকে। ঘোষনাটি বাংলাদেশ ডকুমেন্ট হিসেবে ভারতে সংরক্ষিত আছে; এবং তা জিয়ার শাসন আমলে স্বাধীনতার দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই pre-recorded স্বাধীনতা ঘোষনার কথা অনেক দলিল সহ গ্রন্থেও উল্লেখিত আছে। যেমন লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক ডেভিড লসাক্-এর Pakistan Crisis গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন এবং বইটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এই ঘোষনার কথা উল্লেখ আছে ২৬ শে মার্চে দেওয়া ইয়াহিয়া খানের ভাষনে। উল্লেখ আছে সিদ্দিক সালিকের ‘ Witness of Surrender' এ, পাকিস্তানের শ্বেতপত্রে, টিক্কা খানের ইন্টারভিউ-এ, রবার্ট পেইন-এর Massacre-এ, ১৯৭১ ২৬শে মার্চের বিবিসির খবরের স্ক্রিপ্টে।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ঘোষনা আসে যুদ্ধের ঘোষনা বা ডাকের মাঝে। এ ঘোষনাটি ছিল এমন: ‘Pak Army suddenly attacked E.P.R. base at Philkhana and Rajarbagh police, killing citizens’। যুদ্ধের এই ঘোষনাটির উল্লেখ আছে রবার্ট পেইনের Massacre গ্রন্থে। বঙ্গবন্ধু এ ডাক দিয়েছিলেন পাকবাহিনীর আক্রমনের পর পরই। এটা করা হয়েছিল কৌশলগত কারণে, যাতে বিশ্ববাসী বাঙ্গালীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। [আমাদের স্বাধীকার সংগ্রাম কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারতো তা বোঝার জন্য ১৯৭০-৭১ যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তানের সম্পর্ক, স্নায়ুযুদ্ধ কালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কিত নিক্সন ও কিসিঞ্জারের psyche বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। এই পরিসরে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়, তাই শুধু কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। যুক্তরাষ্ট্র আর পাকিস্তানের সম্পর্ক তখন তুঙ্গে। ইয়াহিয়ার মাধ্যমে নিক্সন ও কিসিঞ্জার চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যস্ত তখন। তাদের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্র পর্যায়ে সম্পর্কের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে গ্যারি ব্যাসের সম্প্রতি (২০১৩ সন) প্রকাশিত গ্রন্থ ‘দি ব্লাড টেলিগ্রামে’। নিক্সনের পছন্দের মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। উল্লেখ্য, পছন্দের কয়েকজনের মধ্যে ইয়াহিয়া একজন (গ্যারি ব্যাস, ২০১৩, ‘দি ব্লাড টেলিগ্রামে’ পৃঃ ৭)। সেই সময়ের জিও-পলিটিক্যাল প্রেক্ষাপটে চীনের সাথে সম্পর্ক গড়াই ছিল নিক্সন ও কিসিঞ্জারের প্রধান লক্ষ্য। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের কি হবে বা হতে পারে ইয়াহিয়ার বর্বর শাসনে তাতে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। কিসিঞ্জার বলে - ‘No one has [yet] understood what we did in India-Pakistan

and how it saved the China option which we need for the bloody Russians. Why would we give a damn about Bangladesh? উত্তরে নিক্সন বলে - ‘We don't’ (গ্যারি ব্যাস, ২০১৩, ‘দি ব্লাড টেলিগ্রামে’ পৃঃ ৩৪২)। শুধু তাই নয়, যে কোন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে নিক্সন ছিল বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ও বাঙ্গালির সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ উলটো। যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বারবার ব্যখ্যা দেওয়া সত্যেও কিসিঞ্জারের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ ও বাঙ্গালি রাজনৈতিকভাবে বাম (কিসিঞ্জার বলে - ‘Mr President, ... the Bengalis... are by nature left’, গ্যারি ব্যাস, ২০১৩, ‘দি ব্লাড টেলিগ্রামে’ পৃঃ ৮৭)। নিক্সন প্রশাসনের এই ধরনের মন-মানষিকতার প্রক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর যে কোন একটি ভুল টার্ণ আমাদের স্বাধীকার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে নস্যাৎ করে দিতে পারত যুক্তরাষ্ট্র, চীন সহ আরও অনেক রাষ্ট্র]। যে ব্যক্তি সারা জীবন বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলায়, সে কেন দু দুবার ঘোষনা দিলেন ইংরেজীতে? আর এটাও করেছিলেন তিনি কৌশলগত কারণে; যা হচ্ছে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করা। এর পরও কি প্রমানের অপেক্ষা রাখে কে স্বাধীনতার ঘোষক? এর পরও কি বঙ্গবন্ধুর ‘স্বাধীনতা ঘোষনা’ এবং মেজর জিয়ার ‘বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা’ দেওয়ার পার্থক্য অনুধাবন কষ্টসাধ্য?

খালেদা জিয়া তিন তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন এবং ভবিষ্যতে যার প্রধানমন্ত্রি হয়ার সম্ভবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তার মুখে ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা শুধু অশভোনীয়ই নয়, দায়ীত্বহীনতারও শামিল। তবে এটাও সত্য, যারা নিজেদের সঠিক জন্ম তারিখটা বলতে বা পালন করতে পারেন না, অথবা, নিজেদের সঠিক জন্মদিনের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ, তাদের কাছে জাতির ঐতিহাসিক সন-তারিখের গুরুত্ব কতটুকুই বা থাকতে পারে? তাই সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। তারেক- খালেদা জিয়ার বক্তব্য স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস মাত্র।

এবার তৃতীয় বিষয়টি বিশ্লেষন করা যাক। আর তা হচ্ছে কোন বিষয়ে ঘোষনা দেওয়ার রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকারের প্রশ্নে। যুগ যুগ ধরে বাংলার কৃতি সন্তানেরা দেশের স্বাধীনতা প্রক্রিয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। জাতি তাঁদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে জিয়াউর রহমানের অবদান জাতি অবশ্যই স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সেই সাথে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সালের শাসন আমলে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি সিদ্ধান্ত এবং নেতিবাচক ভূমিকাকেও মূল্যায়ন করবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মেজর জিয়া মুজিবনগর সরকারের অধিনস্হ একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের মত যুদ্ধে অংশ নেন। ঐ সময়ে বা তার শাসন আমলে জিয়া কি কখনও দাবী করেছেন যে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক? নী:সন্দেহে এর উত্তর হচ্ছে, না। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাঝেই একজন মানুষ অর্জন করতে পারে সেই অধিকার, আকস্মিকভাবে নয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই দাবী করার কি মেজর জিয়ার কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল? অপ্রিয় হলেও সত্য, এর উত্তরও, না। কয়েক বছর আগে ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলাম বলেন - ‘স্বাধীনতার ঘোষনা তারাই দিতে পারেন, জনগণ যাদের ম্যান্ডেট দেয়’। একই ভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি বেলাল মোহাম্মদ ২০১০ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোরর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ‘স্বাধীনতা ঘোষনা [এটা] ছেলে খেলা নয়। এটা যে কেউ দিতে পারে না। ...... সেই

স্বাধীনতা ঘোষনা করতে পারে যার জনপ্রতিনিধিত্ব থাকে ব্যাপক। সেই স্বাধীনতা ঘোষনা করতে পারে যার আন্তজাতিক পরিচিতি থাকে'। এ প্রসঙ্গে মেজর জিয়া তার সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন এবং কখনও তিনি নিজেকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' বলে দাবি করেননি। আজ যারা জিয়াকে মিথ্যা, অনৈতিক, ও জালিয়াতির আশ্রয়ে সে যা না তা বানানোর চেষ্টায়রত, তারাই তাকে বিতর্কিত চরিত্রে পরিণত করছে।

পরাধীনতা মোচনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বা অবদান শুধুমাত্র স্বাধীনতা ঘোষনা বা স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। এই জাতীর প্রতি তাঁর অবদান অনেক ব্যাপক ও গভীর। নেতা হিসাবে তার প্রজ্ঞা, জাতির জন্য অকৃতিম ভালবাসা এবং সর্বোপরি তাঁর সাহস ও দৃঢ় মনোবল জাতিকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করেছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে বাংলার মানুষ যে বীজ বপন করে, একাত্তুরে তা বেড়ে উঠে এক যৌবন বলিষ্ঠ মহিরূহে। দীর্ঘ বিশ বছরের এই পথ কখনও সহজ বা মসৃন ছিল না। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের নীরব দর্শক নন, তিঁনি এই ইতিহাসের স্রষ্টা।

৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন এবং ৬৯'র আগরতলা মামলায় উত্তীর্ন হয়ে শেখ মুজিবর রহমান, বাংলার মানুষের 'বঙ্গবন্ধু' হয়ে, স্বাধীনতার আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে স্হায়ী আসনে আসীন হন জাতির মানস পটে। ৭০ নির্বাচনে স্বীকৃতি পান তিঁনি বাংলার অবিসংবাদী নেতা হিসেবে। ৭১ ৭ই মার্চে সাড়ে সাত কোটি'র কন্ঠ হয়ে তিঁনি রূপান্তরিত হন একটি বজ্রকন্ঠে, যে কন্ঠে উচ্চারিত হয় 'স্বাধীনতার' কথা, 'মুক্তির' গান।

এরপরও কি বঙ্গবন্ধুকে বলতে হবে, 'আমি ঘোষনা দিচ্ছি যে ... ... '। এ কাজটি না হয় অন্য কেউ করলো! আপনিও হতে পারতেন সেই ব্যক্তি - যদি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকতেন। এ ক্ষেত্রে এম এ হান্নান ও মেজর জিয়াউর রহমান করেছেন। তাই হান্নান ও জিয়া দু'জনেই স্বাধীনতার Announcer, নিঃসন্দেহে Proclaimer নন।

বি: দ্র: এই লেখার পুরনো একটি ভার্শন ছাপা হয়েছিল প্রায় দশ বছর আগে ২০০৪।